প্রত্যয়

সংখ্যা-১০ । মে ২০২০

আসুন সবাই মিলে শপথ করি
করোনা ভাইরাসমুক্ত গ্রাম গড়ি

আমাইড়ের করোনা যোদ্ধাদের অভিনব কৌশলে মানুষকে সহায়তা

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলাধীন দরিদ্র ইউনিয়ন আমাইড় । কৃষি এই ইউনিয়নের মানুষের বড় অবলম্বন। মাঠে ধান এখনও কাঁচা, হাতে কোন কাজ নাই। এদিকে করোনার প্রভাবে মানুষ বাইরে যেতে পারছে না। অনেক দরিদ্র, আদিবাসী ও নিম্ন আয়ের মানুষকে একবেলা খেয়েই দিনযাপন করতে হচ্ছে। রমজান শুরু হওয়ায় মুসলিম পরিবারগুলোতে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। এমতাবস্থায় এখানকার গ্রাম উন্নয়ন দল এবং ইউনিয়ন ইয়ুথ ফোরামের নেতৃত্বে ১৬টি গ্রামের মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের সামর্থ্য বিবেচনায় পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক ৩০ এপ্রিল ২০২০, বসকৈল গ্রামের উজ্জীবক মাসুদ রানা ৩০টি পরিবারে চাল, ডাল, তেল, সাবান বিতরণ করেন এবং ইয়ুথ লিডার শাহিন হোসেন ১৫০টি পরিবারকে আটা ও সাবান বিতরণন করেন; বুধুবাজারের ব্যবসায়ি জাহিদুল ইসলাম তাকে সহায়তা করেন। এদিকে কান্তা কিসমত গ্রামের আব্দুর রশিদ গ্রামের ১০০টি পরিবারকে ও নান্দাস গ্রামের উজ্জীবক বিধবা নুরুন্নাহার ২টি পরিবারকে চাল, ডাল ও তেল বিতরণ করেন। ইয়ূথ লিডার মারুফ হোসেন সুবলডাঙ্গা এবং নান্দাস গ্রামের ১৫টি পরিবারকে ৫ কেজি করে চাল এবং সাথে পরিবারপ্রতি নগদ ১০০ টাকা, তাপস কুমার কুন্দন গ্রামের ৫ জনকে সরকারি ১০ টাকা কেজির চাল কিনতে জনপ্রতি নগদ ১০০ টাকা এবং ৮জন বিধবাকে ৫ কেজি করে আটা ও সাবান বিতরণ করেন। অন্যদিকে খাদেম হোসেন, আ. করিম, জোম্মা, আ. মান্নান, নুর ইসলাম, এজাজুল, ওমির বাবু, আতাউর রহমান, মামুন, বগা মিয়া, নুরুজ্জামান নিজেদের উৎপাদিত পুঁইশাক, ডাটা শাক, কলমি শাক, করলা, পটল, লাউ, ঢেড়শ গণকাহার, শিমুলিয়া, চকভবানী, লালাপুর, ডাসনগর গ্রামের রোজাদার এবং আদিবাসি ১৪৭টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করেন। মাসে ৩দিন করে একইভাবে মানুষকে ধারাবাহিকভাবে সহায়তা করবেন বলে তারা পরিকল্পনা করেছেন। ইতোমধ্যে গ্রাম উন্নয়ন দল এবং ইয়ূথ ইউনিটের যৌথ উদ্যোগের সাথে একাত্বতা প্রকাশ করে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ তাদের সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

গাংনীতে জীবাণুনাশক স্প্রে

গত ২১ এপ্রিল ২০২০, মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের দশটি গ্রামে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র সহযোগিতায় সাবান ও জীবাণুনাশক পাউডার বিতরণ করা হয়েছে। কাজিপুর ইউনিয়নের গ্রাম উন্নয়ন দল ও ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের হাতে এসব তুলে দেওয়া হয়। প্রাপ্ত সামগ্রী দিয়ে ইউনিয়নের স্বেচ্ছাব্রতীরা প্রত্যেক গ্রামের প্রতিটি মসজিদে, পুলিশ ক্যাম্পে, বাজারের প্রতিটি দোকানে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জীবাণুনাশক পানি ছিটানো কাজ করেন। পরে এলাকার সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান গুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে সাবান ঝুলিয়ে দেয়। সমস্ত কাজটিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোঃ রোকনুজ্জামান।

হাতে তৈরী মাস্ক নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে জঙ্গলকাটা গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা

করোনা মহামারীতে বসে নেই কোনাখালীর জঙ্গলকাটা গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা। এই গ্রাম উন্নয়ন দলের নেত্রী কোহিনুর আক্তার এর নেতৃত্বে সদস্যরা মাস্ক তৈরি করে গ্রামের মানুষের মধ্যে বিতরণ করছেন। এছাড়াও এই দলের সদস্যরা সচেতনতামূলক পোষ্টার লিখে গ্রামের বিভিন্ন স্থানের দেয়ালে সেঁটে দিচ্ছেন যাতে মানুষ সচেতন হতে পারে। গ্রাম উন্নয়ন দলের নেত্রী কোহিনুর আক্তার জানান, তার এই মাস্ক শ্রমজীবি নারী যারা প্রতিদিন ক্ষেত খামারে যাতায়ত করেন তারা ব্যবহার করছেন। তিনি মনে করেন নারীরা সচেতন হলে করোনা মুক্ত গ্রাম গড়া সম্ভব হবে।

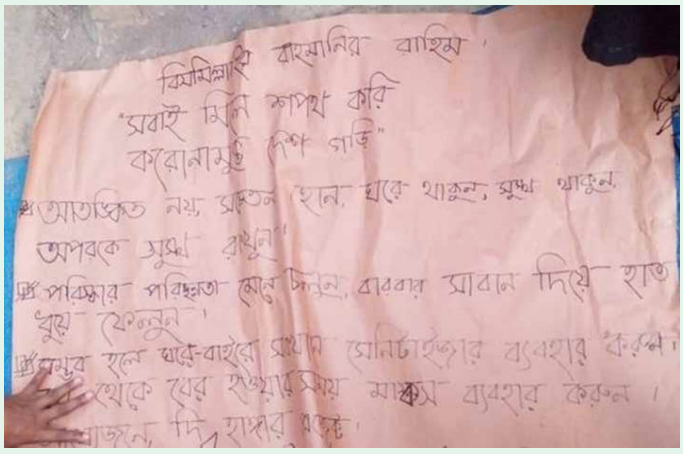

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: নাছিমা আক্তার জলি
তথ্য প্রদান: হেলাল, আছির ও মইনুল
তথ্য সম্পাদনা: বর্নালী, ফরহাদ, শিমুল ও ডলার
ডিজাইন: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

thpbd.org | thp.org
facebook.com/THPBangladesh

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬